প্রথম আলো

তারিখ 16 FEB 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

শুধু মেলা এলেই বই প্রকাশ!

রাসেল মাহ্‌মুদ ●

কাঁটাবনের বাঁধাইশিল্পী কোহিনুর ইসলামের বাঁধাইঘরে সারা বছর কাজ করেন চার-পাঁচজন শ্রমিক। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে বইমেলার সময়ে তাঁকে বেশি টাকায় বাড়তি লোক নিতে হয়। এই সময়ে কাজ থাকে দ্বিগুণ, কখনো তিন গুণ।

কাঁটাবনের ছাপাখানাপাড়া থেকে বাংলাবাজার—সব জায়গার একই চিত্র। বইমেলার প্রস্তুতির এই সময়ে প্রেস ও বাঁধাইঘর থাকে ব্যস্ত। যেসব প্রকাশক সারা বছর দুই থেকে তিনটি বই বের করেন, মেলা উপলক্ষে তাঁদের কেউ কেউ ৪০ থেকে ৭০টি পর্যন্ত বই প্রকাশ করে থাকেন।

বইমেলায় অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবারের মেলায় তাঁদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সারা বছরে প্রকাশিত বইয়ের গড়ে প্রায় তিন গুণ। সংশ্লিষ্ট খাতের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মত, অল্প সময়ে বেশি বই প্রকাশ করতে গিয়ে এসব বইয়ের মান ধরে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে প্রচুর মুদ্রণত্রুটিযুক্ত ও সুষ্ঠু সম্পাদনাহীন পাণ্ডুলিপি। একে পাঠকদের সঙ্গে প্রতারণার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন অনেকে।

বইমেলা শুরুর আগে গত ২৫ জানুয়ারি বই প্রকাশনার মানোন্নয়ন নিয়ে একটি বৈঠক করেছিল বাংলা

একাডেমি। তাতেও উঠে আসে প্রকাশকদের নিজস্ব সম্পাদক না থাকা, যাচাই-বাছাইহীন পাণ্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারগুলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সেই বৈঠকে বলেছিলেন, 'সামগ্রিক প্রয়াস না থাকায় বই প্রকাশনা অবিমিশ্র কল্যাণকর হচ্ছে না।'

এবারের বইমেলাতেও সেই অকল্যাণের ছড়াছড়ি। দুই সপ্তাহে মেলায় এসেছে প্রায় দেড় হাজার নতুন বই। তরুণ প্রকাশক আদিত্য অন্তর জানান, 'এর দায় অনেকটা লেখকদের। বছরের অন্য সময়গুলোতে তাঁরা বই প্রকাশে আগ্রহী নন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের তাল মেলাতে হচ্ছে।' তাঁর প্রকাশনী সংস্থা ইত্যাদি থেকে গত বছরের মার্চ থেকে এ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ১৯টি বই। আর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আরও ৫১টি বই। একই চিত্র দেখা গেছে অনেক প্রকাশনীর ক্ষেত্রেই।

বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গণি বলেন, 'মেলায় যেসব বই আসছে, এর সবই মানসম্মত বই নয়। বাংলা একাডেমি সবাইকে স্টল বরাদ্দ দিচ্ছে, এটা বন্ধ হওয়া দরকার। অপেশাদার প্রকাশকেরা মানহীন বই প্রকাশ করে যোগ্যদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।' তিনি আরও বলেন, এটা যদি মানহীন বইয়ের মেলা হয়, তাহলে পাঠক ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদার বলেন, 'বাংলা একাডেমির ঘাড়ে বন্দুক রেখে প্রকাশকদের সমিতি এই মেলা চালিয়ে নিচ্ছে। অথচ সারা বছর বইগুলো প্রকাশ, বিক্রয়-বিপণন করা যেত। তারা আসলে টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন করতে রাজি নয়। মেলার সময় বিনা পয়সায় প্রচার পাওয়া যায়, তাই তারা মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকে।'

একই মত ব্যক্ত করেছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। তিনি বলেন, 'ব্যবসা ছাড়া প্রকাশকেরা কিছুই বোঝে না। বলার সময় বলে যে সারা বছর বইয়ের কাজ করে। অথচ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

বই প্রকাশ!

শেষ পৃষ্ঠার পর

একটা প্রকাশনা চালাতে যেসব রিসোর্স থাকা দরকার, বেশির ভাগ প্রকাশকের তার কিছুই নেই। সম্পাদক নেই, প্রুফ রিডার নেই। তাদের আরও পেশাদার হতে হবে।'

আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন, হ্যাচেটে, র‍্যানডম হাউসের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সারা বছরই তাদের বই প্রকাশ ও বিপণন অব্যাহত রাখে। ভারতের আনন্দ, দে'জসহ বিভিন্ন প্রকাশনী সারা বছর নিয়মিত বই প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা ম্যাকমিলান ও অক্সফোর্ডের সাবেক কর্মী ও বর্তমানে প্রকাশনা পরামর্শক ভারতের প্রান্তিক বোস মুঠোফোনে জানান, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সারা বছরই বই প্রকাশ করে। বিভিন্ন ইস্যু ধরে শুধু নয়, যখন যে বই করার প্রয়োজন মনে করে, তারা সে বই প্রকাশ করে।'

তবে বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। তারা সারা বছর পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা, বানান সংশোধন, ছাপা, মুদ্রণ, বিক্রয় ও বিপণনের কাজগুলো করে যাচ্ছে। এ রকম প্রকাশনীর মধ্যে রয়েছে ইউপিএল, প্রথমা প্রকাশন, বেঙ্গল পাবলিকেশনস, অ্যাডর্ন, সাহিত্য প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্সসহ বেশ কিছু প্রকাশনা সংস্থা। এ ছাড়া বাংলা একাডেমিও সারা বছর গবেষণাধর্মী বই, অভিধান, স্মারকগ্রন্থ ও প্রয়াত ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের রচনাবলি প্রকাশ করে।

প্রথমা প্রকাশনের প্রধান নির্বাহী জাফর আহমদ জানান, এ বছরের বইমেলার আগে তাঁদের হাতে প্রস্তুত ছিল প্রায় ৩৫টি পাণ্ডুলিপি। এগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে ১২টি বই মেলায় চলে এসেছে। আরও ১৩টি বই আসবে। বাকি পাণ্ডুলিপিগুলো মেলার পর বের হবে। গত বছরের বইমেলার পর থেকে প্রথমা প্রকাশন বের করেছে প্রায় ৩১টি বই। তিনি বলেন, 'ভালো পাণ্ডুলিপি হাতে পেলেই আমরা বছরের যেকোনো সময় বই আকারে প্রকাশ করি।'